ফ্রিডম্যানের Core-Periphery Model

জন ফ্রিডম্যান (John Friedmann) ১৯৬৬ সালে Core-Periphery Model বা কেন্দ্র-প্রান্ত মডেল উপস্থাপন করেন। এই মডেলের মাধ্যমে তিনি একটি অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নগরায়ণ কীভাবে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, তা ব্যাখ্যা করেছেন।

১. Core-Periphery Model-এর মূল ধারণা (Basic Idea)

ফ্রিডম্যানের মতে, একটি অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমানভাবে হয় না। কোনো একটি শহরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বেশি কেন্দ্রীভূত হলে সেই শহর দ্রুত উন্নত হয়। অন্যদিকে, আশপাশের গ্রাম ও ছোট শহরগুলি তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকে।

- Core (কেন্দ্র): বড় ও দ্রুত উন্নতিশীল শহর, যেখানে মূলধন, শিল্প, প্রযুক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বেশি থাকে।
- Periphery (প্রান্ত): কেন্দ্রের চারপাশের গ্রাম ও ছোট শহর, যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমিকের প্রাচুর্য থাকে।

কেন্দ্র প্রান্ত অঞ্চল থেকে কম দামে কাঁচামাল ও শ্রমিক সংগ্রহ করে। বিনিময়ে প্রান্ত অঞ্চলকে তুলনামূলকভাবে কম মজুরি ও কম দাম দেওয়া হয়। আবার কেন্দ্র থেকে প্রান্ত অঞ্চলে বেশি দামে তৈরি পণ্য বিক্রি করা হয়।

ফলে কেন্দ্র আরও ধনী হয়, কিন্তু প্রান্ত অঞ্চল দরিদ্র থেকে যায়। এভাবেই আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

এই মডেলের সঙ্গে পেরুর Growth Pole Theory, মিরডালের Cumulative Causation Theory এবং হির্শম্যানের Unbalanced Growth Theory-র মিল রয়েছে।

২. নগর উন্নয়নের চারটি পর্যায় (Stages of Urban Growth)

ফ্রিডম্যানের মতে, একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও নগর উন্নয়ন চারটি পর্যায়ে ঘটে।

পর্যায় ১: প্রাক্-শিল্প পর্যায় (Pre-Industrial Stage)

এই পর্যায়ে অঞ্চলটি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত থাকে। একে Resource Frontier Region বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য:

1. অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর ও গ্রামীণ হয়।
2. কৃষি, মাছ ধরা, শিকার ইত্যাদি প্রধান অর্থনৈতিক কাজ।
3. জনবসতি ছোট এবং একে অপরের থেকে দূরে দূরে অবস্থিত থাকে।
4. বিভিন্ন জনবসতির মধ্যে যোগাযোগ ও বাণিজ্য কম হয়।
5. পরিবহণ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকায় মানুষের চলাচল সীমিত থাকে।



Fig. 1: Pre-Industrialized Regions with Dispersed Settlements

পর্যায় ২: পরিবর্তনশীল পর্যায় (Transition Stage)

এই পর্যায়ে অঞ্চলটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হয়। একে Upward Transition Region বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য:

1. অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করে।

2. মূলধন বিনিয়োগ, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে কিছু গ্রাম শহরে পরিণত হয়।

3. একটি বড় ও শক্তিশালী শহর অন্য শহর ও গ্রামের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। এই শহরকে Core বলা হয়।

4. আশপাশের গ্রাম ও ছোট শহরগুলি Periphery হিসেবে কাজ করে।

5. কেন্দ্র প্রান্ত অঞ্চল থেকে কম দামে কাঁচামাল ও শ্রমিক সংগ্রহ করে।

6. কেন্দ্র থেকে প্রান্ত অঞ্চলে বেশি দামে তৈরি পণ্য বিক্রি করা হয়।

7. প্রান্ত অঞ্চল কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

8. বাণিজ্য ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হয়, কিন্তু শ্রমিকদের যাতায়াত তখনও সীমিত থাকে।

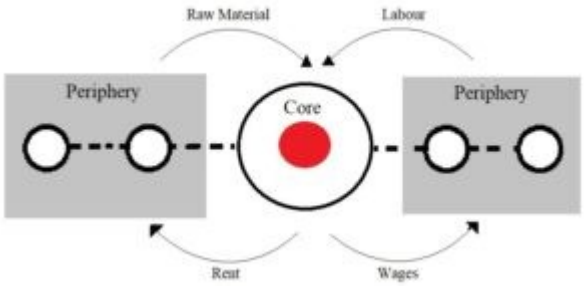


Fig. 2: Transition Stage with a Core and Periphery

পর্যায় ৩: শিল্প পর্যায় (Industrial Stage)

এই পর্যায়ে শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটে। অঞ্চলটি সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার, কম উৎপাদনশীলতা এবং পুরোনো শিল্পের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। একে Downward Transition Region বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য:

1. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে শিল্প উৎপাদন দ্রুত বাড়ে।

2. যন্ত্রপাতি, জীবাশ্ম জ্বালানি ও বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

3. কাজের সন্ধানে শ্রমিকরা গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে।

4. শিল্পের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও উত্তোলন বৃদ্ধি পায়।

5. উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় কেন্দ্রের কিছু কাজ ছোট শহরগুলিতে স্থানান্তরিত হয়। একে Outsourcing বলা হয়।

6. কেন্দ্র থেকে প্রান্ত অঞ্চলে জ্ঞান, প্রযুক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে। একে Innovation Diffusion বলা হয়।

7. উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে শ্রমিকদের যাতায়াত সহজ হয়।

8. প্রান্ত অঞ্চলের শহরগুলিতেও শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুত হতে থাকে।

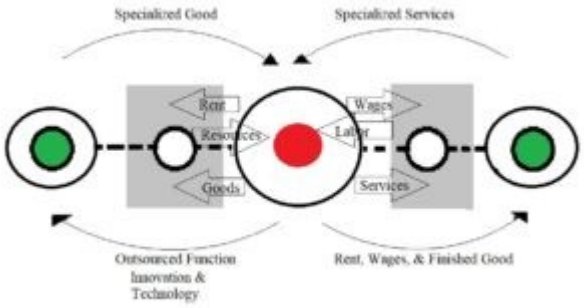


Fig. 3: Industrial Stage with Innovation Diffusion & Functional Specialization

পর্যায় ৪: শিল্প-পরবর্তী পর্যায় (Post-Industrial Stage)

এটি ফ্রিডম্যানের মডেলের শেষ পর্যায়। এই পর্যায়ে কেন্দ্রের পাশাপাশি প্রান্ত অঞ্চলের শহরগুলিও দ্রুত উন্নত হয়। ফলে একই অঞ্চলের বিভিন্ন শহরের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমতে পারে।

বৈশিষ্ট্য:

1. কেন্দ্রের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় অনেক কাজ প্রান্ত অঞ্চলের শহরগুলিতে স্থানান্তরিত হয়।

2. প্রান্ত অঞ্চলের শহরগুলিতে শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

3. বিভিন্ন শহরের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য কমতে পারে।

4. বিভিন্ন শহর বিশেষ বিশেষ উৎপাদন ও অর্থনৈতিক কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে।

5. একটি শহর অন্য শহরের কাঁচামাল, পণ্য ও পরিষেবার ওপর নির্ভর করে।

6. পরিবহণ, যোগাযোগ ও বিপণন পরিষেবার উন্নতি হয়।

7. অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিষেবা ক্ষেত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ: হরিয়ানার গুরুগ্রামে অবস্থিত মারুতি-সুজুকির কারখানা ইস্পাতের জন্য ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের ওপর নির্ভর করতে পারে। এটি বিভিন্ন শহরের মধ্যে শ্রমবিভাগ ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উদাহরণ।

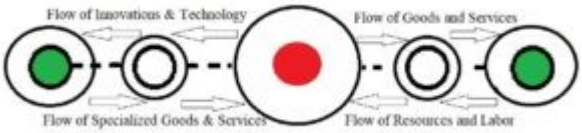


Fig. 4: Post-Industrialized Stage with Spatial Integration

৩. Core-Periphery Model-এর মূল্যায়ন (Assessment)

মডেলের গুণাবলি (Merits)

1. আঞ্চলিক বৈষম্য ব্যাখ্যা করে: কেন বড় শহরগুলি দ্রুত উন্নত হয় এবং ছোট শহর ও গ্রাম পিছিয়ে থাকে, তা বোঝায়।

2. অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করে: কেন্দ্র ও প্রান্ত অঞ্চলের মধ্যে কাঁচামাল, শ্রমিক, মূলধন ও পণ্যের আদান-প্রদান ব্যাখ্যা করে।

3. নগরায়ণ বোঝায়: কীভাবে গ্রামীণ অঞ্চল থেকে শিল্প ও নগরকেন্দ্র গড়ে ওঠে, তা ব্যাখ্যা করে।

4. বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগযোগ্য: আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এই মডেল প্রয়োগ করা যায়।

5. বিশ্বায়নের বৈষম্য ব্যাখ্যা করে: ধনী ও দরিদ্র অঞ্চলগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বুঝতে সাহায্য করে।

মডেলের ত্রুটি (Limitations)

1. সব দেশে একইভাবে প্রযোজ্য নয়: এই মডেল মূলত ইউরোপ ও আমেরিকার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তাই সব দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

2. চারটি পর্যায়ের ক্রম নিশ্চিত নয়: সব দেশ যে একই ক্রমে চারটি পর্যায় অতিক্রম করবে, তা নিশ্চিত নয়।

3. ক্ষমতার ধারণা অস্পষ্ট: অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা কী, তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

4. অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নয়: বিভিন্ন শহরের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাড়লেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতেই থাকতে পারে।

5. সম্পদের শোষণ হতে পারে: শিল্প পর্যায়ে প্রান্ত অঞ্চলের সম্পদ ও শ্রমিকদের ব্যবহার করে কেন্দ্র লাভবান হতে পারে। প্রযুক্তির বিস্তার সব সময় প্রান্ত অঞ্চলের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটায় না।

6. বৈষম্য কমবেই এমন নয়: পরিষেবা ক্ষেত্রের উন্নতি হলেও ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বজায় থাকতে পারে বা বাড়তে পারে।

৪. উপসংহার (Conclusion)

ফ্রিডম্যানের Core-Periphery Model একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন মডেল। এটি ব্যাখ্যা করে, কীভাবে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রকে ঘিরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে এবং কেন্দ্র ও প্রান্ত অঞ্চলের মধ্যে নির্ভরশীলতা তৈরি হয়।

তবে এই মডেল ধরে নেয় যে সময়ের সঙ্গে প্রান্ত অঞ্চলেও উন্নয়ন ছড়িয়ে পড়বে এবং আঞ্চলিক বৈষম্য কমবে। বাস্তবে সব ক্ষেত্রে তা ঘটে না। অনেক সময় কেন্দ্র আরও ধনী হয় এবং প্রান্ত অঞ্চল পিছিয়ে থাকে।

তাই বলা যায়, এই মডেল অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নগরায়ণ ও আঞ্চলিক বৈষম্য বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও সব দেশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়।